মেহেরপুরে মোবাইল চোরকে ধরে পুলিশে দিলো জনতা

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল চত্তর থেকে খলিলুর রহমান
(৪৮) নামের এক মোবাইল চোরকে হাতে নাতে ধরে পুলিশে দিয়েছেন জনতা।

মোবাইল ফোন চোর খলিলুর রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের ইসলাম খাঁ’র ছেলে।

আজ সোমবার (৩১ জুলাই) সকাল সাড়ে ৮ টার সময় মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতাল চত্তর থেকে তাকে জনতা ধরে পুলিশে সোপর্দ করেন।

মেহেরপুর সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তাওহিদ এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, স্থানীয়রা তাকে মোবাইল ফোন চুরির সময় হাতে নাতে ধরে পুলিশে দেন। তাকে মেহেরপুর সদর থানার পেন্ডিং মামলা নং ২১ আসামি দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে পুলিশের মহড়া অনুষ্ঠিত

ঢাকাসহ সারাদেশে বিএনপি ও জামায়াতের নৈরাজ্যে প্রতিহত করতে গাংনী উপজেলা শহরে থানা পুলিশের আয়োজনে সতর্কতামূলক ব্যাপক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২৯ জুলাই) বিকেল ৫ টার দিকে গাংনী উপজেলা শহরসহ বিভিন্ন এলাকায় এই মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্ব পুলিশের একাধিকদলে বিভক্ত হয়ে এই মহড়া দেওয়া হয়।

মহড়াটি গাংনী থানা থেকে শুরু করে বড় বাজার, থেকে বাঁশবাড়িয়া, গাংনী পূর্ব মালশাদহ ও পশ্চিম মালশাদহ হয়ে গাংনী উপজেলা শহরের

বিভিন্ন অলি গলিতে দেওয়া হয়। পরে গাংনী বড় বাজার শহীদ রেজাউল চত্তরে এসে জড়ো হয়।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ঢাকাতে বিএনপির মহাসমাবেশ ও আজকের অবস্থান ধর্মঘটের কারনে মানুষের মধ্যে এক ধরনের ভীতি তৈরী হয়েছে। মানুষের মধ্যেকার সেই ভীতি দুর করতেই পুলিশের মহড়ার এই আয়োজন। মানুষকে জানান দেওয়া পুলিশ সব সময় তাদের পাশে আছেন। কোনো রকম ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

মেহেরপুরে জেলা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৬

মেহেরপুর জেলা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযান বিভিন্ন মামলার ৩ জন, মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে চুরির মামলায় ১ আসামি রয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল ও গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম মঙ্গলবার দিবাগত রাতভর অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
আজ বুধবার (২৬ জুলাই) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা পুলিশের মাস্টার প্যারেড পুলিশ লাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, অভিবাদন গ্রহণ ও প্যারেড পরিদর্শন করেন।

এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ কামরুল আহসান ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) মোঃ আজমল হোসেনসহ জেলা পুলিশের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিতি ছিলেন।

অত্র জেলা পুলিশের সকল পর্যায়ের অফিসার ও ফোর্সের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত উক্ত মাস্টার প্যারেডে পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, পিপিএম-সেবা সকল পর্যায়ের অফিসার ও ফোর্সদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৭

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ২ ও ১৫১ ধারায় ২ আসামি, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১ ও নিয়মিত মামলায় ২ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম শুক্রবার দিবাগত রাতে আজ শনিবার ভোররাত পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ শনিবার (১৫ জুলাই) বেলা ১১ টার দিকে আদালতের

মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৬

গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
বুধবার দিবাগত রাতের ভিন্ন সময়ে পুলিশের পৃথক টিম উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে এইসব আসামি গ্রেফতার করেন।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদে খবর পেয়ে গাংনী থানার পৃথক টিম বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ৬ আসামি গ্রেফতার করেছেন।
আসামিদের মধ্যে নিয়মিত মামলার ৪ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ২ জন।
আজ বৃহস্পতিবার (১৩ জুলাই) সকাল ১০ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুর শহরে পুলিশের অভিযান ৭ জন আটক

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে মাদক সেবি, মাদক বিক্রেতা ও চুরির মামলার মোট ৭ আসামি আটক হয়েছে।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাতে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এদের আটক করা হয়েছে।

আটকরা হলেন, ৭ নং ওয়ার্ড মিয়াপাড়া এলাকার মৃত আব্দুল্লাহর ছেলে

মিকাইল ইসলাম (২৯), ৫ নং ওয়ার্ড ক্যাশবপাড়া এলাকার মৃত সুমন মন্ডলের ছেলে খাজা মইনুদ্দিন মুহিত (২২), ১ নং ওয়ার্ড নতুনপাড়া এলাকার আনারুল ইসলামের ছেলে শাকিব (২২), ৭ নং ওয়ার্ড মিয়াপাড়া এলাকার মৃত লুৎফর রহমানের ছেলে নবী (৪৫), ২ নং ওয়ার্ড হালদারপাড়া এলাকার মৃত মধু হালদারের ছেলে কৃষ্ণ হালদার, ৭ নং ওয়ার্ড ফৌজদারী পাড়া এলাকার শিহাব হোসেনের ছেলে স্বাধীন (২৩) ও ৮ নং ওয়ার্ড পুরাতন বাসস্ট্যান্ড পাড়ার মোশররফ হোসেনের ছেলে তারেকুজ্জামান জুয়েল (৪৫)।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এদের আটক করেন।

ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, শহরের আইন শৃংখলা ভাল রাখতে ও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। আটক আসামির মধ্যে ৪ জন মাদক সেবি ও বিক্রেতা এবং বাকীরা পেশাদার চোর।

আটকদের রাতেই মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ডোপ টেষ্ট করা হয়েছে। আজ সোমবার (১০ জুলাই) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হবে।

ঝিনাইদহে পাটক্ষেত থেকে গলাকাটা লাশ উদ্ধার

ঝিনাইদহে পাটক্ষেত থেকে অজ্ঞাত (৩০) এক যুবকের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে সদর থানা পুলিশ।

সোমবার (৩ জুলাই) সকাল ১১টার সময় সদর উপজেলার আড়ুয়াকান্দি এলাকার রবি মিয়ার পাটক্ষেত থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নিহতের নাম পরিচয় মেলেনি।

ঝিনাইদহ সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মীর আবিদুর রহমান বলেন, অজ্ঞাত এক ব্যক্তির গলাকাটা মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে

এলাকাবাসী পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে কালো রঙের গেঞ্জি ও জিন্সের ফুলপ্যান্ট পরিহিত ব্যক্তির গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে এটি হত্যাকাণ্ড হিসেবে ধারণা করা হচ্ছে। নিহতের নাম পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে। লাশটি আনুমানিক দুই তিন দিনের আগের হতে পারে। এ ঘটনার সাথে জড়িতদের শনাক্ত করতেও কাজ শুরু হয়েছে।

গাংনীতে প্রেমিকার আত্মহত্যার খবরে প্রেমিকেরও বিষপান

প্রেমিকা রুবিনার আত্মহত্যার খবর শুনে প্রেমিক রিংকুও বিষপান করে হাজির হলেন মৃত প্রেমিকার বাড়িতে। প্রেমিক রিংকুকে পরিবারের লোকজন উদ্ধার করে প্রথমে বামন্দীর স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। তার অবস্থা আশংকাজনক বলে জানা গেছে।

আজ সোমবার (৩ জুলাই) সকাল ৯ টার দিকে ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার ব্রজপুর গ্রামের ঈদগাঁহ পাড়ায়।
রুবিনা খাতুন গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের ব্রজপুর গ্রামের ঈদগাঁহ পাড়ার রবিউল ইসলামের মেয়ে। রিংকু একই উপজেলার দেবিপুর গ্রামের ফইমদ্দিনের ছেলে। সে একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঈদুল আযহার আগের দিন রুবিনা খাতুনের বিয়ে হয় কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার নাটনাপাড়া গ্রামের সৈকত আলীর ছেলে সবুজের সাথে।
ঈদের পর দিন স্বামী সহ রুবিনা খাতুন মায়ের বাড়িতে অষ্টমঙ্গলে আসে। বিয়ের ৫ দিনের মাথায় আজ সোমবার সকালে রুবিনা নিজ কক্ষের আড়ের সঙ্গে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মহত্যা করে।

রুবিনার আত্মহত্যার খবর শুনে দেবিপুর গ্রামের ফইমদ্দিনের ছেলে

রিংকুও বিষপান করে রুবিনার বাড়িতে এসে হাজির হন।
জানা গেছে, রুবিনা তার নানা বাড়ি দেবিপুর গ্রামে থেকে লেখাপড়া করতো। রিংকুর কাছে প্রাইভেট পড়ার সূত্র ধরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিষয়টি জানা জানি হলে রুবিনার পরিবারের লোকজন তাকে নিয়ে জোর করে বিয়ে দেন। বিয়ে মেনে না নিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে জানান স্থানীয়রা।

তবে রুবিনার মা সুমাইয়া খাতুন বলেন, আমার মেয়ে হঠাৎ করেই আত্মহত্যা করেছে। রিংকুর সাথে প্রেমের সম্পর্ক ছিল কিনা আমরা আমরা কিছুই জানিনা।

খবর পেয়ে ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের একটি দল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৩

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ২ আসামি ও সদর থানা পুলিশের অভিযানে মারামারি মামলায় ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। বুধবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময় পুলিশের পৃথক অভিযানে এই আসামি গ্রেফতার হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম অভিযানে অংশ নেন।
গ্রেফতারকৃতদের আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।